দৈনিক বাংলা

তারিখ ...08 FEB 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ......

ঢাকা ভার্সিটির ৫০ শিক্ষক এ মাসে অবসর নিচ্ছেন

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষক চলতি মাসে অবসর নিচ্ছেন, এর আগে ১৮ জন শিক্ষক গত ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ করেছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এসব অবসর গ্রহণকারী শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে তাদের চাকরির মেয়াদ ৫ বছর বাড়ানোর দাবী জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সিন্ডিকেটে পাঠালে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এটি পাস করেনি। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী শিক্ষকদের অবসর নেয়ার বয়স ৬০ বছর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলদলের শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর নেয়ার বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর করার দাবী জানিয়ে আসছেন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকগণ যাদের বেশীর ভাগ নীল দলের সমর্থক তারা এটার বিরোধিতা করছেন। সূত্র জানিয়েছেন, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন তরুণ শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধির ব্যাপারে আপত্তি তুলে ভিসির মাধ্যমে সিন্ডিকেটে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তাঁরা কেন শিক্ষকদের চাকরির বয়স ৬৫ বছর করা হবে তার যথাযথ যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার দাবী করেছেন। তারা ভিসির কাছে

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির ৫০

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে আগামী ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বাসা খালি হবে না। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হবে। আগামী বছর কোন পদ খালি হবে না এবং কোন প্রফেসর সিলেকশন গ্রেড পাবেন না।

এছাড়াও নতুন কোন পদ খালি না হওয়ায় তরুণ প্রভাষকদের মধ্যে হতাশা বাড়বে। সূত্র জানান, চাকরির বয়স বৃদ্ধির প্রতিবাদে এইসব তরুণ শিক্ষকদের স্বাক্ষর গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

ডিসেম্বরে যেসব শিক্ষক অবসর নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ অজয় রায়, ভূগোল বিভাগের প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এলএম নাথ, মৃত্তিকা বিজ্ঞানের প্রফেসর আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

সূত্র জানিয়েছেন, অবসর গ্রহণকারী ১৮ জন শিক্ষককে ভিসি তার বিশেষ ক্ষমতা বলে ৬ মাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

জানা গেছে, শিক্ষকদের ৫ বছরের জন্য চাকরির বয়স বৃদ্ধি করতে কর্তৃপক্ষ রাজী নন। সূত্র জানিয়েছেন, ৬০ বছরের বেশী বয়সের শিক্ষকদের পাঠদান ক্ষমতা অনেকটা কমে আসে এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ গ্রহণের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও মাষ্টার্স পাস করা অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নতুন পদ সৃষ্টি এবং মেধাবী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ করে দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও শিক্ষকদের চাকরির বয়স পাঁচ বছর বৃদ্ধির তেমন কোন পরিকল্পনা নেই।

তবে সবকিছু সিন্ডিকেটের উপর এখন নির্ভর করছে বলে সূত্র জানান। যেসব বিভাগের শিক্ষকগণ অবসর নিচ্ছেন তার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ৫ জনসহ মৃত্তিকা বিজ্ঞান দুইজন, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, আইবিএ, হিসাব বিজ্ঞান, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ আরও বেশ কিছু বিভাগ রয়েছে।

এছাড়াও ৭টি ইনস্টিটিউটের প্রায় ২৫ জন শিক্ষক রয়েছেন বলে সূত্র জানান।